দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 DEC 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

007

শিক্ষাঙ্গন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ মিনার প্রসঙ্গে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। ইসলামী তাহাজীব তমুদ্দুনের লালন ও বিকাশের ক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয় এক বিরল আদর্শ স্থাপন করবে এ আশায় জাতি বুক বেঁধে রয়েছে। দেশের হাজার হাজার মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের ভার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস ও কারিকুলাম তৈরী করা হয়েছে ইসলামের সঠিক দর্শন ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে যাতে ইসলামী ভাবধারা বজায় থাকে এজন্য কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণরূপে তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন।

এখানে যাতে অপসংস্কৃতি ও বিজাতীয় আচার-অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ না ঘটতে পারে সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই সজাগ রয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনকে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাটমুক্ত রাখার জন্য মাননীয় ভাইস চ্যাঞ্চেলর প্রথম থেকেই যে কোন প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করেছেন এবং এ ব্যাপারে ছাত্ররাও বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

কিন্তু বাইরে থেকে একটি স্বার্থান্বেষী মহল তাদের হীন উদ্দেশ্য চারিতার্থ করার জন্য শহীদ মিনার নির্মাণের ইস্যু তুলে বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটানোর চেষ্টা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করে এবং ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী যে কোন কার্যকলাপ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনকে মুক্ত রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকার পালন করে আসছে। কোরআন খানি, শহীদদের গৌরবময় জীবন নিয়ে আলোচনা ও রুহের মাগফেরাত কামনার মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার চেয়ে আর কি সুন্দর পন্থা রয়েছে? অনৈসলামিক কায়দায় অপসংস্কৃতির পথ বেয়ে শহীদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করতে গিয়ে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ আজ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এসব কার্যকলাপের মাধ্যমে শহীদদের পূণ্য স্মৃতির প্রতি অমর্যাদাই করা হচ্ছে। তাই ইসলামী বিশ্বাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভাষা আন্দোলনের ও মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার ইসলাম সম্মত কর্মসূচী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিশ্বাবিদ্যালয়ে যাতে ইসলামী পরিবেশ বজায় থাকে সে জন্য ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার রয়েছেন।

ভাষা ও মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার ইসলাম স্বীকৃত অনেক পন্থা রয়েছে, যেগুলো এ দেশের মুসলিম জনগণ প্রতিবছর শিক্ষাঙ্গনে যারা সেক্যুলার তথা ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত, যারা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী, যারা এদেশের জাতীয় সংস্কৃতিকে কোণঠাসা করে বিজাতীয় সংস্কৃতি আমদানী করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। দেশের প্রতিটি মাদ্রাসা ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচিত ইসলামী বিশ্বাবিদ্যালয়ের আদর্শ অনুসরণ করা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি দেশের বিজ্ঞ আলেম, মোদাররেছ, পীর, মাশায়েক তথা ইসলাম প্রিয় জনতা ও সদাশয় সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

—মুহাম্মদ সানোয়ার-আল-জাহান